ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী (৫ম সভা)

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ এজাজ, প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ।। ১৬ মার্চ ২০২৫
সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।
স্থান : মিনি কনফারেন্স রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট **"ক"**

সভার শুরুতে সভাপতি কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কমিটির সকল সদস্য, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানানো হয়। সভাপতি বলেন যে, নতুন বৎসরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নাগরিকদের সেবা প্রদান আরো গতিশীল ও সন্তোষজনক পর্যায়ে নিতে শুধুমাত্র স্লোগানের উপর নির্ভর হয়ে আমাদেরকে একটি ফেয়ার সিটি বা ন্যয় ভিত্তিক শহর বিনির্মাণে কর্মপরিকল্পনা করতে হবে এবং সকল বৈষম্য নিরসনে এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত গুলো এগিয়ে নিতে হবে। অত:পর তিনি ঢাকা সিটিকে একটি ন্যায্য সিটিতে রূপান্তরের জন্য সবার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণসহ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
আলোচনা	:	বিগত ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোনো সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যদের পরিবর্তন/পরিমার্জনের বিষয়ে কোন মতামত না থাকায় ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর সকল অংশ দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০২	:	৪র্থ সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।
আলোচনা	:	সভায় ৪র্থ সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং পর্যালোচনা করা হয়। যে সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০১	:	সভায় ৪র্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠন।
আলোচনা	:	• সভায় জানানো হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭১.০২.০৫৪.১৯-৭৬৫ নম্বর স্মারকের নির্দেশনামতে নিম্নবর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) গঠনপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) একটি সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রিক ফোরাম যেখানে সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা, অর্জন, অগ্রগতি ও সমস্যাসমূহ নাগরিকদের কাছে উপস্থাপন করে মতামত গ্রহণ করতে পারে। • এ ফোরামের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের অর্জন, সাফল্য, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্ম-পরিকল্পনা নাগরিকদের সাথে শেয়ার করা যায়। অবকাঠামো নির্বাচন, প্রকল্পের অগ্রগতি, পরিষেবা প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য আদান প্রদানসহ মত বিনিময়ের ফলে নাগরিকগণের অসন্তোষ হ্রাস পায় যার ফলে সিটি কর্পোরেশনের পরিষেবার মান উন্নয়ন হয়ে থাকে। • সিএলসিসি কমিটিতে মেয়র/প্রশাসক সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সদস্য সচিব হয়ে থাকে এছাড়াও সদস্য হিসেবে কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি'র প্রতিনিধি, বিভাগীয় প্রধান/ শাখা প্রধান, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, সাংবাদিক প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ/এনজিও প্রতিনিধি, বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি, নারী প্রতিনিধি, বস্তি/সিবিও প্রতিনিধি, অন্যান্য পেশাজীবি দলের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সামাজিক/সাংস্কৃতিক/ যুব ও ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। • সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র সভা বছরে ২(দুই) বার অনুষ্ঠিত হবে। এ কমিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট ও অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পূর্বে পর্যালোচনাপূর্বক পরামর্শ প্রদান করবে। নাগরিক পর্যায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানে ও সেবার মানোন্নয়নসহ হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ ও আদায়ে সহায়তা করবে। স্থানীয় সরকার

		বিভাগ হতে কমিটি গঠন সংক্রান্ত রূপরেখা অনুযায়ী সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে কমিটি গঠন সংক্রান্ত রূপরেখা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	নাম/পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	মাননীয় প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব
৩.	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
৪.	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য

সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণ		
৫	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত), ঢাকা। সভাপতি, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি	সদস্য
৬	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)। সভাপতি,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	সদস্য
৭	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি	সদস্য
৮	পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি	সদস্য
৯	সদস্য, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, হিসাব, নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১০	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১১	পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত) সভাপতি, সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১২	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল) (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক	সদস্য

	মনোনীত) সভাপতি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটি	
১৩	পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১৪	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর (প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, নগর অবকাঠামো নির্মান ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১৫	অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর (প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত) সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১৬	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত) সভাপতি, পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১৭	সদস্য, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি	সদস্য
১৮	অতিরিক্ত/যুগ্মকমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত), সভাপতি, বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি	সদস্য

বিভাগীয় প্রধান সকল		
১৯	প্রধান প্রকৌশলী প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২০	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২১	প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২২	প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৩	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রাজস্ব বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৪	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সম্পত্তি বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৫	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসাব বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৬	মহাব্যবস্থাপক পরিবহন বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য

২৭	নিরীক্ষা কর্মকর্তা নিরীক্ষা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৮	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্বাস্থ্য বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৯	জনসংযোগ কর্মকর্তা জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩০	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, নগর পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৩১	সিস্টেম এনালিস্ট আইসিটি সেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩২	আইন কর্মকর্তা আইন বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৩	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৪	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-১, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৫	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৬	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৩, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৭	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৪, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৮	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩৯	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৬ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪০	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৭, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪১	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৮, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪২	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল ৯, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪৩	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-১০, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য

মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি-১

৪৪	নৌ কমান্ডো শাহজাহান, সেক্টর-১০	সদস্য

গণমাধ্যম প্রতিনিধি-৫ জন		
৪৫	জনাব অনির্বাণ শাহরিয়ার	সদস্য
৪৬	জনাব ইফতেখার মাহমুদ	সদস্য
৪৭	জনাব জাহিদুজ্জামান	সদস্য
৪৮	জনাব সিহাব	সদস্য
৪৯	জনাব জহির মুন্না, ০১৭১১০৭৪৯৭৪	সদস্য

পেশাজীবী দলের প্রতিনিধি-৮ জন		
৫০	জনাব আবু হাসনাত	সদস্য
৫১	জনাব এস এম হায়দর	সদস্য
৫২	জনাব সুজাউল খান	সদস্য
৫৩	জনাব মাহিদুল ইসলাম	সদস্য
৫৪	জনাব সাবরিনা হোসাইন	সদস্য
৫৫	জনাব খন্দকার আনসার হোসাঈন	সদস্য
৫৬	জনাব মো: সাইফুর রহমান রাতুল	সদস্য
৫৭	ইঞ্জিনিয়ার শাকিল ইকবাল,০১৫২১৪৩৮৫৩৩	সদস্য

ধর্মীয় প্রতিনিধি-৫ জন		
৫৮	জনাব আব্দুল হাই মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, ০১৭১২৯৫৯৭০৬	সদস্য
৫৯	মাওলানা মুফতি শাহ ওলিউল্লাহ, ০১৯২০২৬৯৯৯০	সদস্য
৬০	মাওলানা মুফতি আহমাদ উল্লাহ	সদস্য
৬১	মুফতি জুবায়ের মহিউদ্দীন, ০১৯৭৮৩৯২০৪৯	সদস্য
৬২	মাওলানা মারুফ হুসাইন,০১৯৯২৭৭৪৬৭৫	সদস্য

সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুব ও ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধি-৮ জন		
৬৩	জনাব রাকিবুল হক	সদস্য
৬৪	জনাব মাহমুদল্লাহ শরীফি কল্লোল, ০১৭১৭৬৯০৮৪২	সদস্য
৬৫	জনাব রকিবুল হাসান	সদস্য
৬৬	জনাব আহসান জামিল মুত্তাকী হাসীব, ০১৭২১৬৫৬৫২৬	সদস্য
৬৭	জনাব পারভেজ হাসান সুমন, ০১৬৮২০৭৬২৩০	সদস্য

৬৮	জনাব মীর হাবিব আল মানজর, ০১৩১৬৩৪৮৮৪৬	সদস্য
৬৯	জনাব সানজিদ হোসাইন, ০১৮৩৩১৮১১৩৮	সদস্য
৭০	জনাব আখতারুজ্জামান মোহন, ০১৭১১০২২৮৩৩	সদস্য

সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধি-৭ জন		
৭১	জনাব মো আবু বকর সিদ্দিক, সাংগঠনিক সম্পাদক, আলোর পথ কল্যাণ সংস্থা (এপিকেএস), ০১৬৮৩৪৫৪৫০৯	সদস্য
৭২	জনাব মো: রোমেল, ০১৮৮৫৫০২২৭৭	সদস্য
৭৩	জনাব মো: মুস্তাকিম, ০১৭১৮৮৬৩৩৭১	সদস্য
৭৪	জনাব জাফরিন গানি, ০১৭৪৫৭৮৮৮৮৮	সদস্য
৭৫	জনাব আরেফিন শরিয়ত, সাংবাদিক,০১৮১৮২৩০২২৩	সদস্য
৭৬	জনাব মেহেদি হাসান শিশির, রেড ক্রিসেন্ট,০১৭১২৫৮৭৭১৪	সদস্য
৭৭	জনাব শফিউল আলম শাহীন,০১৭৮৪৩৬৩৬৪৫	সদস্য

সরকারী/বেসরকারী খাত (শিল্প বাণিজ্য) এর প্রতিনিধি ৫ জন		
৭৮	জনাব ফরিদ	সদস্য
৭৯	জনাব মো: রকিবুল আমিন, ০১৭১৬৮৯৬৬৮১	সদস্য
৮০	জনাব মো: সালামত উল্লাহ, ০১৭১১৩৯২৭৮৫	সদস্য
৮১	ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সরকার, ০১৮১৯২৩৭৩৫১	সদস্য
৮২	জনাব এনামুল কবির সুজন, ০১৯৭০০০৭০০৭	সদস্য

নারী প্রতিনিধি-৩ জন		
৮৩	জনাব মামুদা আক্তার, ০১৭১০৯১২৫৩৬	সদস্য
৮৪	জনাব শামীম আরা সুলতানা, ০১৬৭১৮৩৬৮৩৮	সদস্য
৮৫	জনাব নাদিয়া ফারজানা দিনা, ০১৭৬৩২২৩৩৪৭	সদস্য

সিবিও প্রতিনিধি-৫ জন		
৮৬	জনাব মজিব, ০১৯৩৮৭২৫০০২	সদস্য
৮৭	জনাব মো: আহমেদ, ০১৮৪১৪৫৯৭৬৬	সদস্য
৮৮	জনাব রোকন ওসমান, ০১৭৬১৫৬৮৫৮৯	সদস্য
৮৯	জনাব আনিকা জামান	সদস্য
৯০	জনাব ইসমাইল পাটোয়ারী, ০১৬৭১১৫৭৭৩	সদস্য

বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	(ক) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি। (খ) হোল্ডিং জাষ্টিস (ইকুটেবল হোল্ডিং)। (গ) বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার কর ধার্যের ভিত্তি বছর নির্ধারণ। (ঘ) আগাখাঁন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যাহি প্রদানের আবেদনের সিদ্ধান্ত। (ঙ) বিজ্ঞাপন। (চ) আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যাহতির আবেদনের সিদ্ধান্ত।
আলোচনা	:	সভায় প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন- (ক) বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার কর ধার্যের ভিত্তি বছর নির্ধারণ। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সভাকে জানানো হয় যে, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ২০১৮ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৯ এর ৪০নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১০/০৩/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ইষ্ট-ওয়েষ্ট প্রোপার্টি (প্রা:) লিমিটেড-এর প্রতিনিধি জানান বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে বসুন্ধরা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। যার বিনিময়ে বাসিন্দাগন সার্ভিস চার্জ প্রদান করে। এখন যাদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ২০১৮খ্রি. থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপ করে তাহলে আলোচ্য আবাসিক এলাকায় বসবাসকারীদের উপর বাড়তি অর্থের বোঝা চাপানো হবে বিধায় হালসন থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সে মতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কোন অর্থবছর থেকে কর ধার্য করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি. তারিখের গেজেট অনুযায়ী বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত হয়েছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য আবাসিক এলাকাসহ নতুন ১৮ ওয়ার্ডের হোল্ডিং মালিকদের পৌরকর প্রদানের জন্য ২০১৮ সাল থেকেই নিয়মিত নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে। তাই আইনত ২০২৪ সাল থেকে পৌরকর আরোপের সুযোগ নেই। তবে হোল্ডিং ট্যাক্স বা গৃহকর ব্যতীত ময়লা নিষ্কাশন রেইট, সড়ক বাতি রেইট ও স্বাস্থ্যকর ২০২৪ থেকে ধার্য করা যেতে পারে। এছাড়াও আলোচ্য এলাকার বাসিন্দাগণ ধার্যকৃত পৌরকর পুন:বিবেচনার জন্য Assessment Review Board (ARB) এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আবেদন করতে পারবেন। (খ) আগাখাঁন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যহতির আবেদনের সিদ্ধান্ত।

সভায় জানানো হয় যে, (১) ক-৬৫/১, কুড়াতলী, ঢাকা, (২) ক-৬৫/২, কুড়াতলী, ঢাকা, (৩) ক-৬৫/৩, কুড়াতলী, ঢাকা, (৪) ক-৬৫/৪, কুড়াতলী, ঢাকা, ঠিকানাস্থিত আগা খান ফাউন্ডেশন (বাংলাদেশ) (AKF, B) কে সকল ধরনের পৌরকর থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর পক্ষে HE. Mr. Munir M. Merali কর্তৃক ডিএনসিসি বরাবর আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের প্রেরিত পত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Protocol of Co-Operation স্বাক্ষরিত হয়।

আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত Protocol of Co-Operation এর Article 6 অনুযায়ী বলা হয়েছে-

6.3 "The AKDN Representative Office and the AKDN Not-for-profit agencies, listed in Schedule 1, are exempt from paying and from collecting and Paying direct and indirect forms of national, district and municipal taxes (excluding income tax but including customs duties, levies and value added tax on goods and services) and all other forms of duties and levies, provided that such exemption shall not apply to the cost of utilities including water,gas, electricity and other similar utilities consumed by AKDN Representative office".

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ২৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র অনুযায়ী AKDN representative অফিসসমূহ অলাভজনক সংস্থা হওয়ায় ডিএনসিসিকে Municipal Tax সহ Article 6 অনুযায়ী কর সমূহ হতে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ করেছে। সে মতে আগাখাঁন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যহতির আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে আইনী মতামত গ্রহণ করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল আইনজীবী এডভোকেট মু: শাহজাহান মজুমদার তার ০৩/০২/২০২৫খ্রি. তারিখের এ এন্ড এ/ভেটিং ও আইনগত মতামত/ ডিএনসিসি/ ২০২৫/০০৭ নম্বর পত্রে উল্লেখ করেছেন, "এমতাবস্থায়, আমার আইনী মতামত এই যে, বাংলাদেশ সরকার এবং আগাখাঁন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে (অলাভজনক) হোল্ডিং কর ও রেইট হতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।"

(গ) আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যহতির আবেদনের সিদ্ধান্ত।

		সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর পক্ষে আহমেদ তাহের হামিদ আলি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক ডিএনসিসি বরাবর আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনে আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠানটি The Foreign Donation (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016 এর অধীনে নিবন্ধিত এবং ১৭ আগস্ট, ২০২২খ্রি. তারিখের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আয়কর) এর জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মূলে আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয়কর হতে অব্যহতি প্রদান করা হয়। The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ৩৬ (২) ধারা নিম্নরূপ: "The Municipal Corporation may, at a meeting, either wholly or partially, exempt from the tax on building any building which is used exclusively for purposes of public charity." এমতাবস্থায়, আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যহতির আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমতি/লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্তে ডিজি হেলথ এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যহতি প্রদানপূর্বক সড়ক বাতি রেইট, ময়লা নিষ্কাশন রেইট ও স্বাস্থ্য কর ধার্য করা যায় মর্মে সভায় সকল সদস্য মতামত প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত-০৪	:	৪.১) সভায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ARB ও বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত কর মওকুফ সুবিধা বহাল রেখে ২০১৮ সাল থেকে শুধুমাত্র হোল্ডিং/গৃহ কর ধার্য করা এবং হোল্ডিং বা গৃহকর ব্যতীত অন্যান্য কর যেমন-পরিচ্ছন্ন কর, বাতি কর, স্বাস্থ্য কর ইত্যাদি খাতের কর ২০২৪ সাল থেকে ধার্য করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪.২) বিস্তারিত আলোচনান্তে আগাখাঁন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র হোল্ডিং/গৃহকর হতে অব্যহতি প্রদানপূর্বক ময়লা নিষ্কাশন রেইট, সড়ক বাতি রেইট ও স্বাস্থ্য কর খাতে কর ধার্য করা যায় মর্মে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪.৩) আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমতি/লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্তে ডিজি হেলথ এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর

		বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যহতি প্রদানের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	(ক) সবুজায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন। (খ) খাল সংক্রান্ত। (গ) ১৮ টি ওয়ার্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত। (ঘ) কমিটি (সবুজায়ন /স্পেস পলিসি সংক্রান্ত)।
আলোচনা	:	প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, এ বছর আমাদের এক লক্ষ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এরই মধ্যে ৪০ হাজার গাছ লাগিয়ে ফেলেছি। আগামী বর্ষা মৌসুমের আগে আরও ৬০ হাজার গাছ লাগানো হবে। জলবায়ু চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য গাছ লাগানোর বিকল্প কিছু নেই। আমাদের কিছু আরবান ফরেস্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে যার জন্য কল্যাণ পুরে ১৫১ একর জায়গার উপরে হাইড্রো ইকো পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। জায়গা উদ্ধারের কার্যক্রম চলমান আছে। সেখানে পানি থাকবে এবং বেশকিছু আরবান ফরেস্ট নির্মাণের প্ল্যান করছি। এছাড়াও বনানীতে রোডস এন্ড হাইওয়ের জায়গায় সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে নগর বনায়নের কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া আমাদের পুরনো যে ওয়ার্ডগুলো অঞ্চল ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর আওতাধীন এগুলোর বিভিন্ন রোড মিডিয়ান এবং খোলা জায়গা রয়েছে যেখানে প্রচুর ধুলা হয়। বায়ু দূষণের জন্য এটা একটা প্রধান কারণ। ধুলা নিবারণসহ পরিবেশ রক্ষার্থে উক্ত রোড মিডিয়ান এবং খোলা জায়গা সবুজে আবৃত করা হবে। এতে করে বায়ু ধূষণ কমে আসবে। আর একটা বিষয় প্রশাসক স্যার করতে চাচ্ছে বায়োডাইভারসিটি অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন। এখানে সাত জন কমিটিতে থাকবে। উনারা আমাদের ঢাকা শহরকে আরও কিভাবে গ্রীন করা যায় শহরের তাপমাত্রা কিভাবে কমানো যায় সে ইস্যু নিয়ে কাজ করবে। এই কমিটিতে লিড করবেন ড. রেজা খান। আমাদের প্রশাসক স্যার নিজেই পরিবেশে নিয়ে কাজ করেন। প্রশাসক মহোদয় এর পরামর্শ মতে আমরা এই কমিটি গঠন করেছি। কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের যে বাকী কাজগুলো আছে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। স্থাপত্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন উক্ত অ্যাডভাইজরি কমিটিতে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। খাল সংস্কার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ২৯টি খাল এবং ১টি রেগুলেটিং পন্ডের সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের পর সীমানা নির্দেশক পিলার স্থাপন, খাল ও পন্ডের জিআইএস ডাটাবেইজ তৈরীকরণ" শীর্ষক কাজ চলামান রয়েছে। এ গুলোর অবৈধ দখল ও সীমানা নির্ধারণের কাজ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শেষ করেছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কল্যানপুর 'ক' খালের চিহ্নিত সীমানায় খনন ও স্লাজ অপসারণ, কল্যাণপুর প্রধান খালের গৈদারটেক ব্রিজ হতে বুড়িগঙ্গা নদী (কল্যানপুর প্রধান খালের আউটলেট) পর্যন্ত অংশের স্লাজ অপসারণ, বেগুনবাড়ী খালের রামপুরা ব্রিজের নিচের অংশের স্লাজ

		অপসারণ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ খুব দ্রুতই শেষ হবে। আমরা খালগুলো দ্রুত উদ্ধার এবং দখলমুক্ত করবো। বাইশটেকী সাংবাদিক কলনী এবং কুর্মিটোলা খালের প্রজেক্ট অলরেডি এ্যাপ্রুভ এটা নেক্সট ইয়ারে প্ল্যানিং এ যাবে। আমরা কল্যাণপুর "ক" খালের অলরেডি কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছি। আগামী ১ মাসের মধ্যে কল্যাণপুর "ক" খাল সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ শুরু করবো। এরই মধ্যে যেনে খুশি হবেন যে ঢাকায় খালগুলোর মধ্যে নাব্যতা আনার জন্য আমাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং খালগুলোতে যাতে বর্ষার আগে পানি প্রবাহ শুরু হয় এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। ইব্রাহীমপুর খালের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। ইব্রাহিমপুর খালে স্থিতিস্থাপক ড্রেনেজ কাঠামো, দূষিত খাল পরিষ্কারকরণ, রক্ষণাবেক্ষযোগ্য জলপথ, ওয়াকওয়ে এবং গ্রীন এরিয়া নির্মাণের মাধ্যমে খাল উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণেরাপ্রয়োজনীয় ড্রয়িং ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। সেনাবাহিনী যে ১৮ ওয়ার্ড প্রজেক্টের কাজ করছে প্রায় ৬কি.মি. দীর্ঘ ৩ টি খালের কাজ তারা অলরেডি ৬০% কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। ঐ ৩টি খালের কাজ আমরা দেখেছি খুব সুন্দর কাজ হয়েছে। ১৮ ওয়ার্ড প্রজেক্ট এর ব্যাপারে আমারা আশ্বস্থ করতে পারি যে, Azompur Rail gate to Chamurkhan Bazar বড় সড়কটি আমারা এ মাসেই উদ্বোধন করবো। koshaibari to Bhatoria সড়কটি এপ্রিল মাসে উদ্বোধন হবে। বড় বড় সড়কগুলো আমরা জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেব। জনগণের মাঝে খুবই স্বস্থি এসেছে। প্রশাসক মহোদয় ২ সপ্তাহ আগে ভিজিট করেছেন। আগে আমরা জনগণের দাবী-দাবার জন্য যেতে পারতাম না। একটা পেজের মাধ্যমে আমরা ওয়ান থার্ড কাজ করছি। পরবর্তী ২য় এবং ৩য় পেজের মাধ্যমে আমারা আমাদের উন্নয়ন কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে শেষ করতে পারবো।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	৫.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীক্ষেত্রের সবুজায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্তে চলমান কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে শেষ করতে হবে। ৫.২ দ্রুততম সময়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীক্ষেত্রের খালগুলো দখলমুক্ত করতে হবে এবং সংস্কার কাজ শেষ করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। ৫.৩ জনগণের চাহিদামতে ১৮ টি ওয়ার্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। ৫.৪ ড. রেজা খান এর নেতৃত্বে গঠিত সাত জনের বায়োডাইভারসিটি অ্যাডভাইজরি কমিটিতে স্থাপত্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। আলোচ্য কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবুজায়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৬	:	ক) পাবলিক স্পেস (ড্যাপ)। (খ) পেন্ডিং প্রপার্টি ইস্যু।

আলোচনা	:	ক) পাবলিক স্পেস (ড্যাপ) এ বিষয়ে প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাভুক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫' তে প্রস্তাবিত পার্ক, খেলার মাঠ, জলকেন্দ্রিক পার্ক, ইকো পার্ক সমূহের আর. এস দাগ সমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক সম্পত্তি বিভাগে বর্ণিত দাগ সমূহের মালিকানা ও বর্তমান অবস্থার তথ্য প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া নগর পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত দাগের ভূমি সমূহ পরিদর্শন পূর্বক বর্তমান চিত্র সম্বলিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করে প্রশাসক মহোদয়কে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০২৫ রাজউক কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে, সেহেতু নগর পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নাগরিক সুবিধা ও দাগ সমূহের বিষয়ে অধিকতর যাচাইয়ের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ১৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যৌথ সভায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫' তে প্রস্তাবিত পার্ক, খেলার মাঠ, জলকেন্দ্রিক পার্ক, ইকো পার্ক সমূহের বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১। প্রস্তাবিত স্থান সমূহে নির্দেশাবলী সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপন। ২। উক্ত জমি সমূহ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করাসহ, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন না করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (এ. সি ল্যান্ড), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজউক বরাবর অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হবে। ৩। দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্ণিত স্থান সমূহে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন। (খ) পেন্ডিং প্রপার্টি ইস্যু: এ বিষয়ে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা বলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্ক, চেয়ারম্যান বাড়ী পার্ক, শহীদ তাজ উদ্দিন আহমদ স্মৃতি পার্ক (সাবেক গুলশান সেন্ট্রাল পার্ক) পরিচালনায় রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ভেন্ডর কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ করায় ভেন্ডর নিয়োগ চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর অধীনে চুক্তিপত্র বাতিল করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত পার্ক সমূহের চুক্তিপত্র বাতিলের বিষয়ে সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৬	:	৬.১.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাভুক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫' তে প্রস্তাবিত পার্ক, খেলার মাঠ, জলকেন্দ্রিক পার্ক, ইকো পার্ক সমূহের আর. এস দাগ সমূহের প্রস্তাবিত স্থান সমূহে নির্দেশাবলী সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপনের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

		৬.১.২ উক্ত জমি সমূহ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করাসহ, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন না করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (এ. সি ল্যান্ড), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজউক বরাবর অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬.১.৩ দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্ণিত স্থান সমূহে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে মর্মে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬.২.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন (ক) বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্ক, (খ) শহীদ যায়ান চৌধুরী মাঠ (চেয়ারম্যান বাড়ি খেলার মাঠ) ও (গ) শহীদ তাজউদ্দীন আহম্মেদ স্মৃতি পার্ক (গুলশান সেন্ট্রাল পার্ক) নাগরিক বান্ধব করার নিমিত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং পার্কগুলোর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ভেন্ডর কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ করায় সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাতিল করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সভায় গৃহিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৭	:	(ক) নিয়োগ। (খ) দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টার রোল শ্রমিক/কর্মী সংক্রান্ত। (গ) ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টারোল) দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা উৎসব ভাতা প্রদান সংক্রান্ত। (ঘ) আউটসোর্সিং কর্মীদের পারিশ্রমিক সরাসরি প্রদানকরণ সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সভায় জনবল নিয়োগ সংক্রান্তে সচিব নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করেন। (ক) জনবল নিয়োগ: ১) ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১৫৮টি (০৩টি ক্যাটাগরি - ব্যক্তিগত সহকারী, হিসাব সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে) বিগত ০৬/১০/২০২৪ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত পদ সমূহের আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর থেকে ৩২ বছর করায় পুন:নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২) ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ৫৭ টি পদে (সহকারী প্রকৌশলী(পুর/বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর/ বিদ্যুৎ /যান্ত্রিক), উপকর কর্মকর্তা, ভেটেরিনারী কর্মকর্তা, কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা) বিগত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত পদ সমূহের আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর থেকে ৩২ বছর করায় পুন:নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩) সহকারী প্রকৌশলী (পুর) এর ০৬ টি পদে সরাসরি নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
সভায় আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে ডিএনসিসির জনবল সংকট দূরীকরণের নিমিত্ত সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চলমান নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সদস্যগন মতামত প্রকাশ করেন।

(খ) দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টার রোল শ্রমিক/কর্মী সংক্রান্ত।

সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোশনের কর্মচারীর স্বল্পতা সত্ত্বেও দৈনিক মজুরীভিত্তিক দক্ষ ও অদক্ষ কর্মচারীগণের সহায়তায় ডিএনসিসি'র দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল রয়েছে। ৪৪০ জন দক্ষ এবং ১৭২৮ জন অদক্ষ শ্রমিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে বছরের পর বছর একই মজুরীতে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করলে তাদের প্রাপ্য মজুরী অপ্রতুল। সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবছর ৫(পাঁচ) শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি চাকরিজীবীদেরও বেতন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় ডিএনসিসিতে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি মানবিক এবং যৌক্তিক।

সভায় আরো জানানো হয়, বর্তমানে নিম্ন গ্রেডের শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের মাধ্যমে এই শূন্যতা পূরণ করা হচ্ছে। ফলে, তাদের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের স্কেলভূক্ত করে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা-কে আহবায়ক করে সহকারী আইন কর্মকর্তা-সদস্য, প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা-সদস্য, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-সদস্য, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-সদস্য এবং সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ শাখাকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের আবেদন বিবেচনা করে স্কেলভূক্ত করার সুপারিশ করেন। স্কেলভূক্ত করা হলে প্রতি বছর সরকার নির্ধারিত হারে তাদের মজুরী বৃদ্ধি পাবে। যা অনেকটা স্থায়ী সমাধান মর্মে কমিটি সুপারিশ করেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক দক্ষ/অদক্ষ কর্মচারীদের ২০তম গ্রেডে (**বেতনস্কেল**-৮২৫০-২০০১০/-) বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা যায় মর্মে সুপারিশ করেছেন। এছাড়া, ডিএনসিসি'র বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে এ সকল কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে সক্ষম।

কমিটির সুপারিশমতে দক্ষ/অদক্ষ কর্মচারীদের ২০তম গ্রেডে (**বেতনস্কেল**-৮২৫০-২০০১০/-) স্কেলভূক্ত করে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলে আলোচ্য দক্ষ, অদক্ষ কর্মীদের প্রস্তুতকৃত নামের তালিকা অধিকতর যাচাইসহ আলোচ্য সুবিধা প্রদানে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান এবং আর্থিক সক্ষমতা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়ে সর্বসম্মতভ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বলেন, আলোচ্য দক্ষ/দক্ষ শ্রমিকগণ যারা আমাদের সাথে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে, সেবা দিয়ে যাচ্ছে, যাদের ছাড়া অত্র কর্পোরেশনের পক্ষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে না-তাদের প্রতি আমাদের আরো বেশী মানবিক আচরণ করা প্রয়োজন । বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় শ্রমিকগণ স্বল্প মজুরীতে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সার্বিক বিবেচনায় মানবিক কারণে তাদের প্রাপ্য সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বর্তমান বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক বিষয় ও মানবিক দিক বিবেচনায় বিগত ০২/১০/২০২৪ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০১.১৭-৭২২ নম্বর স্মারক গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত ৪৪০ জন দক্ষ এবং ১৭২৮ জন অদক্ষ দৈনিকমজুরী ভিত্তিক শ্রমিক/কর্মীর মজুরি/বেতন জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর ২০ তম গ্রেডে = **৮২৫০-২০০১০/-** টাকা বেতনস্কেলে (প্রচলিত সুবিধাসহ) নির্ধারণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।

(গ) ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টারোল) দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা উৎসব ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।

ডিএনসিসির স্ক্যাভেঞ্জার্স এ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (রেজিঃ নং- ৪৭৭৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপুজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা স্থলে ১৫,০০০/-(পনেরো হাজার) টাকা উৎসব ভাতা প্রদানের আবেদন করেছেন। আবেদনের মর্মানুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ প্রতিদিন গভীর রাত থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীগণ যথারীতি মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ উৎসব ভাতা হিসেবে গ্রহণ করছেন। নগর ভবনসহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ০৪ (চার) টি অঞ্চলে দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্মরত আছেন। গত প্রায় ৩৫/৪০ বছর যাবৎ কাজ করে আসছেন, কোন সময় তাদের উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়নি। বিগত সময়ে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উৎসব ভাতা হিসেবে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং পরবর্তীতে আরও ২০০০ (দুই হাজার) টাকা প্রদান করে সর্বমোট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপুজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে উৎসব ভাতা ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা স্থলে ১৫,০০০/-(পনেরো হাজার) টাকা প্রদানের আবেদন করেছেন। বর্ণিত বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে ডিএনসিসিতে কর্মরত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টারোল) দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিক. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ১০,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা প্রণোদনা হিসেবে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।

ঘ) আউটসোর্সিং কর্মীদের পারিশ্রমিক সরাসরি প্রদানকরণ সংক্রান্ত।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় কর্মরত আউট সোর্সিং কর্মীগণ যাতে করে তাদের ন্যায্য পাওয়াদি সঠিক ভাবে পেয়ে থাকে সে জন্য তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত পারিশ্রমিক বা

		মজুরি সরাসরি তাদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ৩য় কোন পক্ষ যাতে করে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের মজুরি/পারিশ্রমিক থেকে কোন অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় কর্মরত বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত আউট সোর্সিং কর্মীগণ যাদের মজুরী বা পারিশ্রমিক আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে প্রদান করা হয় তাদের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের মজুরি বা পারিশ্রমিক তৃতীয় কোন পক্ষের হাতে না দিয়ে সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	৭.১) ডিএনসিসির জনবল সংকট দূরীকরণের নিমিত্ত চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর এর পরিবর্তে ৩২ বছর উল্লেখ করে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চলমান নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.২) সভায় বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক বিষয় ও মানবিক দিক বিবেচনায় বিগত ০২/১০/২০২৪ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০১.১৭-৭২২ নম্বর স্মারকে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত ৪৪০ জন দক্ষ এবং ১৭২৮ জন অদক্ষ দৈনিকমজুরী ভিত্তিক শ্রমিক/কর্মীদের নিয়োগাদেশ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সঠিকতা যাচাই, এছাড়াও তাদের শারীরিক সামর্থ্য ও বর্তমান কর্মস্থল যাচাই-বাছাইপূর্বক তাদের মজুরি/বেতন জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর ২০ তম গ্রেডে = ৮২৫০-২০০১০/- টাকা বেতনস্কেলে নির্ধারণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারা ২০ তম গ্রেডের = ৮২৫০-২০০১০/- টাকা বেতনেস্কেলের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও প্রচলিত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। ৭.৩) ডিএনসিসিতে কর্মরত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টারোল) দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিক. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রণোদনা হিসেবে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.৪) ৩য় কোন পক্ষ যাতে করে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের মজুরি/পারিশ্রমিক থেকে কোন অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় কর্মরত বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত আউট সোর্সিং কর্মীগণ যাদের মজুরী বা পারিশ্রমিক আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে প্রদান করা হয় তাদের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের মজুরি বা পারিশ্রমিক তৃতীয় কোন পক্ষের হাতে না দিয়ে সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
মোহাম্মদ এজাজ
প্রশাসক
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভা

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.৩৯৮.২০২৪ – ২৬০

তারিখ: ২৩ |০৩| ২০২৫

বিতরণ কার্যার্থে:

.....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৪. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড।
১২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
১৩. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
১৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৭. মহাপরিচালক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১৮. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
২০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
২২. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।
২৫. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।`
২৭. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৯. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীটি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩২. সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ ও ২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. অফিস কপি।

(মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান)
সচিব (উপসচিব)
ফোন: ০২৮৮৩৪৯৩০
secretary@dncc.gov.bd